RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

রোবনামচা চেনায় এক অন্য মানুষকে

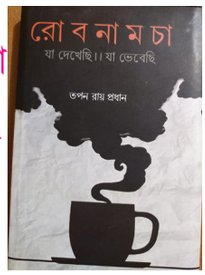

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৬, সংখ্যা: ১৮, কোচবিহার, শুক্রবার, ৯ সেপ্টেম্বর-২২ সেপ্টেম্বর, ২০২২, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮ Vol: 26, Issue: 18, Cooch Behar, Friday, 9 September-22 September, 2022, Pages: 8, **Rs. 3**

ব্যাটন হাতে নিয়ে দলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই একমাত্র লক্ষ্য নতুন কোচবিহার জেলা তৃণমূল সভাপতি হিপ্পির

পার্থ নিয়োগীঃ অভিজিৎ দে ভৌমিক নামের চেয়ে কোচবিহারের মানুষ তাকে বেশি হিপ্পি নামে চেনে। কয়েক বছর আগেও কোচবিহার জেলার ছাত্র রাজনীতির প্রধান মুখ ছিলেন তিনি। তখন বাম আমল। কোচবিহারের ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি ছিলেন তিনি। তার নেতৃত্বে কোচবিহার শহরের প্রতিটি কলেজ নির্বাচনে ছাত্র পরিষদ একছত্রভাবে জয়লাভ করে। এরপর যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তৃণমূলে তার যোগদান। তৃণমূলে তার পথচলা সহজ ছিলনা। কিন্তু অসম্ভব ধৈর্য আর রাজনৈতিক ভাবে মাটি কামড়ে থাকার মানসিকতা তৃণমূলে তার গুরুত্ব বাড়ায়। করোনা অতিমারির সময় মানুষের জন্য তার কাজ ছিল প্রশংসনীয়। এই সময়ই পান তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জেলা সভাপতি পদ। সফলতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করেন তিনি। কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে গত বিধানসভা নির্বাচনের তৃণমূলের টিকিটও পান তিনি। কিন্তু অল্প ব্যবধানে পরাজিত হন বিজেপির নিখিল রঞ্জন দে এর কাছে। এর কিছুদিন পর যুব তৃণমূলের সভাপতি পদ থেকে তাকে সরিয়ে দেওয়া ইয়। দমে যাননি তিনি। করে গেছেন দলের জন্য কাজ। তার কাজ দেখে দলের রাজ্য নেতৃত্ব দলএর কোচবিহার শহর ব্লক এর সভাপতি করেন তাকে। আবার শুরু করলেন শহরের বুকে দলকে শক্তিশালী করার কাজ। কোচবিহার শহরের ২০ নম্বর ওয়ার্ড থেকে পুরভোটে তিনি প্রার্থী হচ্ছেন বলে রাজনৈতিক মহল ধরে নিয়েছিল। সেই হিসেবে ২০ নম্বর ওয়ার্ডে তিনি বেশ জনসংযোগ করে ফেলেছিলেন। হটাত করে প্রার্থী তালিকা ঘোষনার সময় প্রথমে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী হিসেবে তার নাম ঘোষনা করার পর হটাত তাকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের থেকে তাকে প্রার্থী করা হয়। এই নতুন চ্যালেঞ্জ তিনি গ্রহণ করেন। তার বিরুদ্ধে নির্দল হিসেবে দাঁড়িয়ে পরেন পুরভার বিদায়ী ভাইস চেয়ারম্যান তপন ঘোষ। তার ওপর এই ওয়ার্ড ছিল ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্যতম শক্ত ঘাটি। কিন্তু ফল ঘোষণা হতেই দেখা গেল তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন। অনেকেই ভেবে রেখেছিলেন কোচবিহার পুরসভার পৌরপতি হবেন তিনি। কিন্তু পৌরপতি হলেন অভিজ্ঞ রাজনৈতিক নেতা তথা প্রাক্তন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। রবীন্দ্রনাথ ঘোষের মত তিনিও ছিলেন পৌর এলাকার বাইরে থাকা নাটাবাড়ি কেন্দ্রের ভোটার। তবে কয়েক বছর আগেই শহরের ভোটার তালিকায় তার নাম তুলে রেখেছিলেন। ফলে তাকে নিয়ে একটা রাজনৈতিক জল্পনা ছিলই। কিন্তু পুরসভার ভোটের আগে শহরের ভোটার তালিকায় নিজের নাম তোলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এই নিয়ে কৌতুহল সৃষ্টি হয় শহরে। তবেকি নিজেকে পৌরপতি হিসেবে তুলে ধতে চান রবীন্দ্রনাথ ঘোষও? আর সেটাই হয়। অভিজ্ঞতা আর মন্ত্রীত্বের অভিজ্ঞতা থাকার ফলে রাজ্য নেতৃত্ব রবীন্দ্রনাথ ঘোষ কে

পৌরপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। কিন্তু হতাশ হননি অভিজিৎ বাবু। মাটি কামড়ে রাজনৈতিক ময়দানে পরে থাকাটা তার এক বড় গুণ। আসলে তিন প্রজন্ম ধরে রাজনীতিতে অভিজিৎ বাবু। দাদু নরেন্দ্র চন্দ কুন্ডু ছিলেন বাম আমলে গুড়িয়াহাটি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনবারের কংগ্রেস প্রধান। সেই দাদুই তার রাজনৈতিক গুরু। মামা সুভাষ কুন্ডুও ছিলেন জেলা কংগ্রেসের দাপুটে নেতা। আর তাদের দেখেই অভিজিৎ দে ভৌমিকের বড় হয়ে ওঠা। এদিকে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলেও কোচবিহারে দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠী কোন্দলে জর্জরিত। গত তিন বছরে পাচবার জেলা সভাপতি বদলালেও তৃণমূলের অবস্থা এতটুকুও বদলায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে শুধুমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সাথে নয়। দলের জেলা চেয়ারম্যান গীরিন্দ্রনাথ বর্মনের সাথেও দূরত্বের সৃষ্টি হয় পার্থ প্রতিম রায়ের। দুজন কে এক মঞ্চে দেখা যেতনা। নজর এড়ায় নি রাজ্য নেতৃত্বের। ফলে এবার জেলা সভাপতি হিসেবে তারা নতুন মুখ অভিজিৎ দে ভৌমিক কে বেছে নেয়। তৃণমূল নেতা, সমর্থকরা তো বটেই । জেলার রাজনৈতিক মহলও ভাবতে পারেনি অভিজিৎ বাবু জেলা সভাপতি হবেন। কিন্তু সবাইকে চমকে অভিজিৎবাবু জেলা সভাপতি হবার পরেও উচ্ছাসে ভেসে যাননি তিনি। বরং যথেষ্ট আবেগ সামলে তিনি একপ্রকার শান্ত থেকে পরিনত রাজনৈতিক নেতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল দলে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বিনয়কৃষ্ণ বর্মন, গিরীন্দ্রচন্দ্র বর্মন, পার্থপ্রতিম রায়, উদয়ন গুহের মত হেভিওয়েটে ব্যাক্তিত্ব থাকায় তারপক্ষে জেলা সভাপতি হিসেবে পথচলাটা কি তবে চাপের ?

শুনে হেসে উড়িয়ে দিলেন এই প্রশ্ন। বললেন এদের মত অভিজ্ঞ, দায়িত্বশীল নেতা দলে থাকায় তার আরও চাপ কম হবে'। কারণ হিসেবে বললেন এরা প্রত্যেকেই আমাদের দলের শচীন, সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষণের মত শক্তিশালী স্কোয়াড। এরা ইতিমধ্যেই মাঠে নেমে পরেছে দলকে শক্তিশালী করতে। আর আমার কাজ হবে দল আমাকে সভাপতি করে যে ব্যাটন টা তুলে দিয়েছে সেটা হাতে নিয়ে সবার সাহায্যে ভুলত্রুটি সংশোধন করে দলকে শক্তিশালী করা।

যাতে আমার পরবর্তী সময়ে দলের ব্যাটন যার হাতে যাবে সে যেন আরও শক্তিশালী তৃণমূল কংগ্রেস কে পায় এ জেলার বুকে। আর সেটা যে তিনি করতে আন্তরিক তা বুঝিয়ে দিয়েছে দলের প্রতিটি প্রবীণ নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে তাদের আশীর্বাদ চাবার মধ্যে দিয়ে। সবার সাথে আলোচনার মধ্যে দিয়ে যে দলের ব্লক ও অঞ্চল কমিটি গঠনে তিনি যে প্রয়াস নিয়েছেন তার ফলে বিভিন্ন ব্লক ও অঞ্চল কমিটি গঠনের সময় দলীয় কর্মীদের ক্ষোভ বিক্ষোভ খুবই কম। দলের সর্ব ভারতীয় সাধারন সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি তাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন কোচবিহারে দলের স্থায়ী জেলা পার্টি অফিস বানাতে। ইতিমধ্যেই দ্রুততার সাথে শহরের ভাওয়াল মোড়ে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের স্থায়ী পার্টি অফিস চালু করে দিয়েছেন তিনি। প্রতিদিনই চষে বেড়াচ্ছেন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত। সামনের পঞ্চায়েত নির্বাচন ও চব্বিশের লোকসভা ভোটে দলের জয় সুনিশ্চিত করার জন্য এখন ব্যাটন হাতে সত্যিই ছুটছেন কোচবিহারের নতুন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি হিপ্পি।

ঐতিহ্যই সম্বল মদনমোহন বাড়ির পুজোয়

মেখলিগঞ্জঃ বাজেটে ভর করে বাজিমাত নয় ঐতিহ্যই সম্বল মেখলিগঞ্জের মদনমোহন বাড়ির সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির। কোচবিহার জেলার সীমান্ত শহর এই মেখলিগঞ্জে সাড়ম্বরের সঙ্গে প্রতি বছরের মত এবছরও অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মদনমোহন বাড়ির দুর্গা পুজো। মেখলিগঞ্জের মানুষ বরাবরই তাঁদের আরাধ্য দেবতা মদনমোহনের অনুগত। জন্ম থেকে বিয়ে অর্থাৎ যেকোন শুভ কাজেই তাঁরা মদনমোহনের আশীর্বাদ নিতে আসেন। দুর্গা পুজোর সময় তাই প্রতিবছরই কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে মদনমোহন বাড়ির দুর্গা পুজো।

মদনমোহন বাড়ির স্থায়ী দুর্গা মণ্ডপেই প্রতিবারের মত এবারও প্রতিমা তৈরি করেছেন শিল্পী সঞ্জয় পাল। পূজার দিনগুলিতে মন্দির প্রাঙ্গণে মেলা বসে। পূজার কয়েকটা দিন আক্ষরিক অর্থেই মদনমোহন বাড়ি হয়ে ওঠে সকল বয়সের মানুষের মিলনক্ষেত্র। মদনমোহন বাড়ির সর্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির সভাপতি প্রভাত বলেন, সময়ের সঙ্গে অন্যান্য পুজোর বাজেট বাড়লেও আমাদের কাছে ঐতিহ্যই সব। প্রায় দুই বছর এবার জাঁকজমক সহকারেই পূজা হবে।

১২৯ বছর ধরে নাটাবাড়ির পদ্ম ও রায়ডাকের জলে পূজিত হন মা

শামুকতলাঃ কোচবিহারের নাটাবাড়ির ঝিল থেকে আনা হয় পদ্ম। রায়ডাক নদীর জল সংগ্রহ করাহয় ভুটানের পাহাড় থেকে। বলি দেওয়া হয় পঞ্চাশটি পাঁঠা। এছাড়া পুজোর চারদিন লোকসংস্কৃতিকে তুলে ধরতে পালাগান, কবিগান, মনসামঙ্গল ও ভাওয়াইয়া গানের আসরও বসে। আলিপুরদুয়ার জেলার ভাটিবাড়ি বারোয়ারি হরি মন্দির কল্যাণ সমিতির পূজোয় গত ১২৯ বছর ধরে এমনটাই হয়ে আসছে। সময়ের সাথে দায়িত্বের হাত বদল হয়েছে ঠিকই। কিন্তু সেই ঐতিহ্য থেকে একচুলও সরে আসেননি উদ্যোক্তারা।

১৮৯৩ সালে জোতদার পলেশ্বর দাস, মুন্সিবাবু, ধনেশ্বর ভট্টাচার্য সহ এলাকার বিশিষ্টজনেরা এই পূজোর সূচনা করেছিলেন। সেসময় সমগ্র এলাকায় এটিই ছিল একমাত্র দুর্গাপূজো। গরু ও মহিষের গাড়িতে চেপে দূরদূরান্ত থেকে মানুষ এই পূজোয় সামিল হতেন। তবে এখনও পূজোর চারদিন ভিড় সামলাতে হিমসিম খেতে হয় পূজা উদ্যোক্তাদের। হরিমন্দির স্থায়ী কমিটির সম্পাদক বীরেন দাস বলেন, আয়োজনে চমক না থাকলেও প্রচণ্ড নিয়মনিষ্ঠার সঙ্গে পূজো হয় এখানে। অষ্টমীর দিন প্রায় তিন থেকে চার হাজার মানুষ এখানে অঞ্জলি দেন। এছাড়া এদিন দেড় কুইন্টাল চাল-ডালের খিচুড়ি মাকে নিবেদন করা হয়। পূজা কমিটির সম্পাদক ভোলানাথ দাস জানান, প্রতি বছরই স্থানীয়দের মধ্যে একজন প্রতিমার খরচ দেন। এরইমধ্যে আগামী ১২ বছরের প্রতিমার খরচ দেওয়ার জন্য বারোটি আবেদনপত্র জমা পড়েছে।

তৃণমূলের রাজ্যস্তরের অধিবেশনে উপস্থিত থেকেও ব্রাত্য থেকে গেলেন উত্তরের নেতারা

বিশেষ সংবাদদাতা: ৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য স্তরের অধিবেশন। তবে দলের শীর্ষ কর্মসূচী হওয়া সত্ত্বেও উপস্থিত থেকেও ব্রাত্যই থেকে গেলেন তৃণমূলের উত্তরের নেতারা। মঞ্চের নীচে আশেপাশে বসে থাকতে দেখা যায় উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী ও প্রবীণ নেতাদের। উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ, সেচ প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন, প্রাক্তন দুই মন্ত্রী গৌতম দেব ও রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার সভাপতিরা যেন শুধুই দর্শক। যদিও সিতাইয়ের বিধায়ক জগদীশ বর্মাবসুনিয়া ভাষণ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, কলকাতায় অনুষ্ঠিত দলের এই ধরনের সমাবেশে এই প্রথম উত্তরবঙ্গের কোন নেতা বলার সুযোগ পেলেন। বলাবাহুল্য, জগদীশবাবু তিনবারের বিধায়ক হলেও মন্ত্রী নন। সভা মঞ্চে বসার সুযোগ অবশ্য তাঁকেও দেওয়া হয়নি। মনে করা হচ্ছে জগদীশবাবুকে রাজনৈতিক কারণে ভাষণ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

উত্তরবঙ্গে মাঝেমধ্যেই আলাদা রাজ্যের দাবি ওঠে। বর্তমানে উত্তরবঙ্গে বিজেপি-র বিধায়ক-সাংসদের একাংশ সেই দাবিতে ধুঁয়ো দিচ্ছেন। গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের শীর্ষ নেতা অনন্ত মহারাজ কিছুদিন তৃণমূল ঘনিষ্ঠ থাকলেও এখন অনেকটাই বেসুরো। তাই এই সময় রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি হিসেবে জগদীশের ভাষণ দলকে রাজনৈতিক ভাবে লাভ দেবে বলে তৃণমূল নেতৃত্বের ধারণা। তাই সুযোগ পেয়ে তিনি নিরাশ করেননি তৃণমূল নেতৃত্বকে। উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্যের বিরোধিতায় সোচ্চার হন কোচবিহার জেলার প্রত্যন্ত এলাকার এই বিধায়ক।

কোচবিহারে তৃণমূলের ভড়াডুবির দিনেও সিতাইয়ে জিতেছিলেন জগদীশ। ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলায় তৃণমূলের একমাত্র বিধায়ক ছিলেন তিনি। পরে অবশ্য উপনির্বাচনে জিতে বিধায়ক হন উদয়ন গুহ। পরে উদয়ন গুহ মন্ত্রী হলেও জগদীশ সেই অর্থে দলে স্বীকৃতি পাননি। রাজ্য নেতৃত্বের কাছে উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন বলে তাঁর ক্ষোভ কম ছিলনা। এদিন রাজ্যস্তরের মঞ্চে তাঁকে তুলে সেই ক্ষোভে কিছুটা হলেও প্রলেপ দিলেন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব। শুধু মাত্র ক্ষতে প্রলেপ দেওয়াই নয় এর পেছনে ছিল উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও তপশীলী জনজাতির প্রায় পঞ্চাশ শতাংশ ভোটের ভাবনাও।

এদিন জগদীশ তাঁর তিন মিনিটের ভাষণে বলেন, বিজেপি কোচবিহার তথা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষকে ভুল বুঝিয়ে কখনো আলাদা রাজ্য আবার কখনো কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কথা বলে কেএলও, কামতাপুরীদের উস্কানি দিয়ে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু বিজেপি-কামতাপুরীরা যতই চেষ্টা করুকনা কেন উত্তরঙ্গকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দিতে মানুষ ঐক্যবদ্ধ। কারণ ২০১৯ ও ২০২১ সালের লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কোচবিহারে আশানুরূপ ফল করতে পারেনি।

নব নির্মিত দুর্গাপূজার বিসর্জন ঘাট পরিদর্শনে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা

পার্থ নিয়োগী: আর হাতেগোনা কয়েকটা দিন এরপরই শুরু হয়ে যাবে প্রাণের দুর্গোৎসব। দশমীর দিন কোচবিহার এক নম্বর ব্লকের ঘুঘুমারিতে তোর্ষানদীর পাড়ে বিসর্জন দেয় স্থানীয় দুর্গাপূজা করা ক্লাবগুলি। কিন্তু স্থায়ীভাবে কোন বিসর্জন ঘাট না থাকায় স্থানীয় এলাকাবাসীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ঘুঘুমারীতে তোর্ষা নদীর পাড়ে যেন স্থায়ী বিসর্জন ঘাট বানানো হয়। মানুষের এই আবেদন শুনে এগিয়ে আসেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্যা তথা জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেবশর্মা শুচিস্মিতা দেবশর্মা। ফলে জেলা পরিষদের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হয় স্থায়ী বিসর্জন ঘাট বানাবার। আর এই ঘাট বানানোর জন্য জেলা পরিষদের থেকে বরাদ্দ হয় ২৯ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। সম্প্রতি এই বিসর্জনের ঘাট স্থায়ীভাবে বানানোর কাজ শেষ হয়েছে। আর সেই নতুন বিসর্জনের ঘাট সম্প্রতি পরিদর্শন করতে গিয়েছিলেন জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্যা তথা স্বাস্থ্যকর্মাধ্যক্ষ শুচিস্মিতা দেব শর্মা। তিনি বলেন, মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি মত বিসর্জন ঘাট স্থায়ীভাবে হওয়ায় আমি অত্যন্ত খুশি এবং এর ফলে প্রতিমা বিসর্জনের ক্ষেত্রে সকলের সুবিধা হবে বলে তিনি মনে করেন। এর পাশাপাশি বিসর্জন ঘাটের সৌন্দর্য রক্ষায় তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন করেন। আর স্থায়ী বিসর্জন ঘাট পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা তাদের তরফ থেকেও বলা হলো যে এই ঘাটের সৌন্দর্য তারা বজায় রাখবেন।

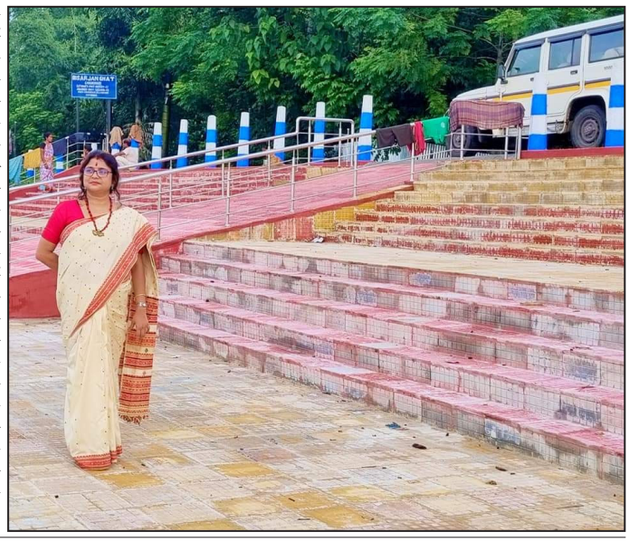

রাজ্য পুলিশের তরফে তুলে নেওয়া হলো বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যের নিরাপত্তা

বিশেষ সংবাদদাতা: একবার দুবার নয় বেশ কয়েকবার ইডি-র তলব এড়িয়েছেন তিনি। বেশ কিছু দিন ধরেই বেপাত্তা ছিলেন তিনি। বন্ধ ছিল ফোনও। ইডি-র বারবার তলবেও সাড়া দেননি টেট দুর্নীতিতে অভিযুক্ত শাসক দলের বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য।

এর পরেই তাঁর বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করে সিবিআই। আর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি হতেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য পুলিশ।

ফলে বিধায়ক হিসেবে আর রাজ্য পুলিশের কাছ থাকে প্রাপ্য নিরাপত্তা পাবেন না মানিক। রাজ্য পুলিশ সূত্রে এই নিরাপত্তা প্রত্যাহার করার বিষয়টি জানা গিয়েছে। বেশ কিছুদিন ধরেই 'নিখোঁজ' পলাশিপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্য।

বুধবার কলকাতা হাই কর্টের আইনজীবীদের সেই তথ্য জানায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। এর পরেই মানিকের বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করে আরেক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

যাতে মানিক কোনও ভাবেই দেশের বাইরে কিংবা রাজ্যের বাইরে যেতে না পারেন। সিবিআই লুক আউট নোটিস জারি করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বিধায়ক হিসেবে রাজ্য সরকার তাঁকে যে নিরাপত্তা দিত, তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

একাধিক দাবিতে বাম শ্রমিক সংগঠনের ডুয়ার্স কন্যা অভিযান

বিশেষ সংবাদদাতা: একাধিক দাবি নিয়ে সোমবার আলিপুরদুয়ার জেলার প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্স কন্যা অভিযান চালালো বামেরা।সি আই টি ইউ এর মহিলা শ্রমজীবীদের ডাকে এই অভিযান চলে।

বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, আশাকর্মী,মিড ডে মিল কর্মী সহ সকলকে বোনাস প্রদান,সমস্ত শ্রমিকদের পি এফ সহ সমস্ত সুবিধা প্রদান সহ নানা দাবিতে এই অভিযান চলে। পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীদের শাস্তির দাবিও জানানো হয় এই মিছিল থেকে। পরবর্তী তে এক প্রতিনিধি দল স্মারকলিপি জমা দেয় মহকুমা শাসকের হাতে।

পুজোর সময় অতিরিক্ত বাস চালানোর সিদ্ধান্ত পরিবহণ দপ্তরের তরফে

বিশেষ সংবাদদাতা: আসন্ন পুজো, মাঝে বাকি মাত্র আর মাত্র কটা দিন। পুজোর সময় যাতে পরিবহন পরিস্থিতি ঠিক থাকে ও মানুষের অসুবিধা না হয় সেই দিকে লক্ষ্য দিয়ে নতুন ঘোষণা করা হলো রাজ্য সরকারি তরফে। পুজোর আগে ভিড় সামাল দিতে শহরের বিভিন্ন রুটে অতিরিক্ত বিশেষ বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

আগামী শনিবার থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর মহালয়ার দিন পর্যন্ত প্রতি শনি, রবি ও সরকারি ছুটির দিন এই অতিরিক্ত বাস চালানো হবে বলে পরিবহন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। মোট ৯ টি রুটে চলা পুজো শপিং স্পেশাল লেখা এই বাসগুলিতে ভাড়া হবে সাধারণ বাসের মতই।

কোন কোন রুটে এই বাস চলবে? জানা গিয়েছে, এসপ্ল্যানেড-হাওড়া, এসপ্ল্যানেড-ডানলপ, শ্যামবাজার-ব্যারাকপুর, গড়িয়াহাট-হাওড়া, গড়িয়াহাট-বেহালা, গড়িয়াহাট-পর্নশ্রীর মত রুটে এই বাসগুলি চালানো হবে।

উল্লেখ্য, পুজোর আগে ভিড় সামাল দিতে মেট্রো রেল কতৃপক্ষ ইতিমধ্যেই অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের তরফ থেকে জানান হয়েছে, সপ্তাহন্তের ভিড় সামাল দিতে অতিরিক্ত মেট্রো চালানো শুরু হয়েছে। পরিষেবা মিলবে মহালয়া অর্থাৎ ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

তবে পুজোর সময় ষষ্ঠী, সপ্তমী এবং অষ্টমীতে বেলা বারোটায় চালু হবে মেট্রো পরিষেবা। মিলবে রাত ১২টা পর্যন্ত। দশমীর দিন বেলা ১২টায় পরিষেবা চালু হলেও মিলবে রাত ৮টা পর্যন্ত। যদিও ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো নিয়ে এখনও পর্যন্ত সেই রকম কোনও পরিকল্পনার কথা জানায়নি মেট্রো কর্তৃপক্ষ।

বদলে যেতে চলেছে দিল্লির রাজপথের নাম, ঘোষণা কেন্দ্রের তরফে

নিউজ ডেস্ক: বদল আসছে, এই বদলের ইঙ্গিত পূর্বেই মিলেছিল প্রধানমন্ত্রীর তরফে। পাল্টে যেতে চলেছে চিরাচরিত দিল্লির রাজপথ ও সেন্ট্রাল ভিস্তা লনের নাম। গতকাল অর্থাৎ সোমবার কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, যে এবার থেকে এই রাস্তা পরিচিতি পাবে কর্তব্য পথ নামে।

সূত্রের খবর, নাম বদল সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে আজ মঙ্গলবার একটি বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দিল্লির লালকেল্লা থেকে জাতির উদ্দেশে বিশেষ বার্তায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন, ঔপনিবেশিক মানসিকা থেকে বেরিয়ে আসার সময় এসেছে।

ব্রিটিশ আমলের নাম পাল্টে ফেলার ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর সেই ঘোষণা মতোই এবার দিল্লির রাজপথ ও সেন্ট্রাল ভিস্তা লেনের নতুন নামাকরণ করা হচ্ছে। নয়া পথের নাম হবে কর্তব্য পথ।

লালকেল্লা থেকেই নমো বলেছিলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে হাতে হাত মিলিয়ে প্রচুর দায়িত্ব পালন করতে হবে। সম্প্রতি নৌসেনার পতাকায় পরিবর্তন এনে সেই বার্তাই দিয়েছেন। নৌসেনার পতাকায় থাকা ব্রিটিশ আমলের চিহ্ন সেন্ট জর্জ ক্রসের বদলে স্থান পেয়েছে মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজির 'রাজমুদ্রা'।

জানা গিয়েছে, নেতাজির স্ট্যাচু থেকে রাষ্ট্রপতি ভবন পর্যন্ত গোটা রাস্তার নাম বদলে করা হবে 'কর্তব্য পথ'। এর আগে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের নামও পাল্টানো হয়েছে। রেস কোর্স রোড থেকে লোক কল্যাণ মার্গ।

স্কুটারে করে ওয়ার্ড পরিদর্শনে কাউন্সিলর হিপ্পি

পার্থ নিয়োগীঃ এখন তিনি শুধু আর কোচবিহার পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর নন। তার ওপর ন্যাস্ত হয়েছে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি পদ। তবুও প্রতিদিন দলের কর্মীদের কাছ থেকে শুনে নেন ওয়ার্ডের সমস্যার কথা। এমনকি নিজের হোয়াটস অ্যাপ নম্বর দিয়ে রেখেছেন ওয়ার্ডের প্রতিটি নাগরিকের কাছে। যাতে কোন সমস্যা হলেই নাগরিকেরা তাকে খবর দিতে পারে। আর অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি নেন পদক্ষেপ। এর আগে দুয়ারে সরকারের পরিষেবা নিয়ে তিনি পৌছে গিয়েছিলেন ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাড়িতে বাড়িতে। জেলা সভাপতি হয়েও নিজের ওয়ার্ডের প্রতি তার দায়বদ্ধতা এতটুকুও কমেনি। হয়ত সভাপতি হবার ফলে তার হাতের সময় কমেছে। কিন্তু পুজোর আগে ওয়ার্ডের কথা তিনি ভোলেননি। এমনিতে তার ওয়ার্ডে ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব, সংহতি ক্লাব, হাজরাপাড়া তরুণ দলের মত সব হেভিওয়েট ক্লাবের পুজো। তাই পুজোর আগে পুজো কমিটিগুলির সমস্ত পরিকাঠামো দেখতে ও ওয়ার্ডের পরিচ্ছন্নতা পথবাতির অবস্থা দেখতে স্কুটারে করেই পুরো ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন তিনি। বাদ গেলনা বড় রাস্তা থেকে শুরু করে অলিগলি। পুজোর আগে নিজের ওয়ার্ডে কোন খামতি রাখতে তিনি রাজি নন। কথা বললেন ওয়ার্ডের সাধারন মানুষের সাথেও। জেলা সভাপতি হয়েও নিজের ওয়ার্ডের প্রতি তার এহেন দায়বদ্ধতা দেখে খুশি ওয়ার্ডের মানুষজন। এই প্রসঙ্গে তার বক্তব্য " জেলা সভাপতি হয়েছি বলে ওয়ার্ডের প্রতি আমার দায়বদ্ধতা একই আছে। কারন এই ওয়ার্ডের মানুষেরাই আমাকে নির্বাচিত করেছেন। ফলে তাদের সব দিক দেখা আমার দায়িত্ব। সেইজন্য হাতে সময় কম থাকায় পুজোর মুখে ওয়ার্ডের সকল ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে নিজেই স্কুটার চালিয়ে ঘুরে দেখা।

Vol: 26, Issue: 18, 9 September - 22 September, 2022 পূর্বোত্তর

সুশ্রী-কায়াকল্প প্রকল্পে রাজ্যের সেরা হাসপাতাল এম আর বাঙুর

বিশেষ সংবাদদাতা: গত বারের মতো এ বারও 'সুশ্রী-কায়াকল্প' প্রকল্পে রাজ্যের সেরা হাসপাতাল হল এম আর বাঙুর। যুগ্ম ভাবে সেই স্বীকৃতি মিলেছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালেরও। সোমবার ফলাফল ঘোষণা করেছে স্বাস্থ্য দফতর। পরিষেবার মান, পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে আটটি বিষয়ের মাপকাঠিতে বিচার। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান পেয়েছে যথাক্রমে জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতাল এবং সিউড়ি সদর হাসপাতাল।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, প্রতি বছর প্রাথমিক থেকে জেলা স্তরের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা, পরিচ্ছন্নতা, রোগীদের স্বাচ্ছন্দ্য, ক্লিনিক্যাল ম্যানেজমেন্ট, রোগীর পরিজনেদের সন্তুষ্ট হওয়ার মতো আটটি গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি কয়েকটি ধাপে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। প্রায় ছ'মাস ধরে স্বাস্থ্যকর্তা ও বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞেরা বিষয়গুলি সমীক্ষার মাধ্যমে খতিয়ে দেখে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি করেন। রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম বলেন, "রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল যাতে উন্নত পরিষেবা দিতে পারে, সেটাই আমাদের পরিকল্পনা। তাই এমন প্রকল্পের মাধ্যমে উৎসাহিত করে তাদের সহযোগিতা করা হচ্ছে।শুক্রবার ২০২০-'২১ সালের সমীক্ষার রিপোর্টের চুলচেরা বিশ্লেষণের পরে সোমবার চূড়ান্ত ফল ঘোষণা হয়। স্বাস্থ্য-অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী বলেন, "বিভিন্ন ক্যাটেগরির নম্বর দেখেই চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করা হয়।" তিনি জানাচ্ছেন, তাতেই দেখা যাচ্ছে, পর পর দু'বছর প্রথম স্থানে রয়েছে এম আর বাঙুর। তবে এ বার সেই স্থানে যুগ্ম ভাবে উঠে এসেছে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালও। প্রথম স্থানাধিকারী ৫০ লক্ষ টাকা এবং অন্যগুলি কয়েক লক্ষ টাকা আর্থিক পুরস্কার পাবে।

বাগুইহাটিতে কাণ্ডে তদন্তভার দেওয়া হলো সিআইডির হাতে

নিউজ ডেস্ক: আবার একবার উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো বাগুইহাটিতে। বাগুইহাটির দুই ছাত্রকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা শহরে। শামিম আলি, শাহিন আলি, দিব্যেন্দু দাস নামে তিন জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তবে বাগুইআটির দুই ছাত্রকে অপহরণ করে খুনের ঘটনায় পুলিশের ওপর ক্ষোভ বাড়ছে। এই ঘটনার মূলচক্রী সত্যেন্দ্র এবং আর এক জন ফেরার। আগে থেকে পদক্ষেপ করা হলে এই ঘটনা ঘটত না বলেই দাবি করা হয়েছে। এই ঘটনায় এবার সিআইডি তদন্ত হবে। একই সঙ্গে ক্লোজ করা হল বাগুইআটি থানার আইসিকে। আগেই রাজ্যের ডিজি মনোজ মালব্য এই ঘটনায় রিপোর্ট তলব করেছেন। গত ২২ অগস্ট থেকে বাগুইআটির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা দুই কিশোর নিখোঁজ ছিল। দুই ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, তারা সেই দিনেই থানায় অভিযোগ জানান। যদিও পুলিশের দাবি, অভিযোগ জানানো হয়েছে ২৪ অগস্ট। এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। পুলিশের দাবি, ২৪ অগস্ট একটি অপহরণের অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগ দায়েরের ১২ দিনের মাথায় প্রথম গ্রেফতারি হয়। সেই ব্যক্তির থেকে গোটা বিষয়টি জানা যায়। ২৩ অগাস্টই ন্যাজাট থেকে অতনু দে-র দেহ উদ্ধার হয় বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ২৫ অগাস্ট হাড়োয়া থেকে উদ্ধার হয় অভিষেকের দেহ। নয়ানজুলির দু'টি পৃথক জায়গা থেকে দুই ছাত্রের দেহ উদ্ধার করা হয়। ২৬ অগাস্ট অতনু এবং অভিষেকের ছবি বসিরহাট থানায় জমা দেওয়া হয়।

ডিউটি অবস্থায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু পুলিশকর্মীর

বিশেষ সংবাদদাতা: জলপাইগুড়ির ময়নাগুড়িতে গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক পুলিশ কনস্টেবল- এর, মাথার উপর দিয়ে গাড়ি চাপা দেওয়ায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পুলিশ কনস্টেবলের বলে প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে।

ঘটনায় শোকের ছায়া ময়নাগুড়ি জুড়ে। ঘটনাটি ঘটেছে ময়নাগুড়ি রোড সংলগ্ন এলাকায়। মৃত পুলিশ কনস্টেবলের নাম দুলাল রায়, ময়নাগুড়ি থানার অধীনে কর্মরত ছিলেন তিনি। বাড়ি ময়নাগুড়ির সুভাষ নগর এলাকার ১৪ নং ওয়ার্ডে।

এ নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।দুর্ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ময়নাগুড়ি দমকল কর্মীরা। ঘটনার তদন্তে ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ

স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বেশ কয়েকটি চিকিৎসায় নিয়ন্ত্রণ জারি করল স্বাস্থ্য ভবন!

বিশেষ সংবাদদাতা: স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বেশ কয়েকটি চিকিৎসায় নিয়ন্ত্রণ জারি করল স্বাস্থ্য ভবন। এই কার্ডে বেসরকারি হাসপাতালে করা যাবেনা হার্নিয়া, হাইড্রোসিল, দাঁতের চিকিৎসা। সব ধরনের হাইড্রোসিল অপারেশন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে সরকারি হাসপাতাল থেকেই করতে হবে।

এমনকি ক্যান্সার সার্জারি, পথ দুর্ঘটনার শিকার রোগীদের প্রস্থেসিস সবই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে করাতে পারেন তবে সরকারি হাসপাতাল থেকে। এই মর্মে অ্যাডভাইজরি জারি করল স্বাস্থ্য ভবন। মূলত খরচে রাশ টানতেই এমনটা নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রায় চার মাস পর ডেটারুমের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন

বিশেষ সংবাদদাতা: প্রায় চার মাস পর ডেটারুমের নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেতে চলেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। শুক্রবার সিবিআইকে ডেটারুমের নিয়ন্ত্রণ SSC-কে ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়।। আজকের মধ্যেই শেষ করতে হবে ডেটা রুম হস্তান্তরের প্রক্রিয়া।

মে মাসে ডেটা রুমের নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পর সেখান থেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন গোয়েন্দারা। যা বিশ্লেষণ করে বিস্ফোরক সব অভিযোগ করেছেন তাঁরা। পাশাপাশি SSC-র নিয়োগ দুর্নীতির মামলা তদন্ত চলায় ওই সার্ভার রুমে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী তথা সিআরপিএফ সরানোর নির্দেশ দিলেন বিচারপতি।

কোচবিহার শহরে নতুন আউটলেট খুলল বিখ্যাত গ্রীন হোম নার্সারি

পার্থ নিয়োগী: ক্রমশ শহরে কমছে অনেক জমি নিয়ে থাকা বাড়ির সংখ্যা। পরিবর্তে বাড়ছে ফ্ল্যাট কালচার। অল্প একটু জায়গায় মানুষ এখন থাকতে শিখেছে। হয়ত এটা সময়ের দাবী। কিন্তু তাই বলে মানুষের ফুল ফল সবুজ গাছের প্রতি আকর্ষণ কমেনি। ছোট্ট ফ্ল্যাটের বারান্দায় কিংবা জানালার ধারে ও ঘড়ের বিভিন্ন স্থানে টবের মধ্যে গাছ লাগাবার প্রবনতা বাড়ছে আর দশটা শহরের মত কোচবিহারেও। আর শহরের মানুষের কথা ভেবে তাই এবার খোদ কোচবিহার শহরের প্রাণকেন্দ্র রাজমাতা দিঘির উত্তর প্রান্তে তাদের প্রথম আউটলেট চালু করল। গত জন্মাষ্টমীর দিনে এই আউলেটের উদ্বোধন হয়। শহরের মানুষ কে এখন আর নার্সারি সামগ্রী কিনতে শহর থেকে তিন কিমি দুরে তাদের মূল ফার্মে যেতে হবেনা। শহরের এই আউটলেট থেকেই তারা কিনতে পারবে। এমনকি বাড়িতে নার্সারি সামগ্রী ডেলিভারি করার ব্যবস্থা করেছে গ্রীন হোম নার্সারি কতৃপক্ষ এই নতুন আউটলেট থেকে। শুধুমাত্র ফুল বা ফল বা বাহারি গাছের চারা নয় এখানে মিলবে সার চারা রাখার সেরামিকের পাত্র সহ নার্সারি সংক্রান্ত সকল জিনিস। ফলে একছাদের তলায় নার্সারি সংক্রান্ত সব কিছু পাবার জন্য খুশি শহরের গাছ প্রেমীরা। গ্রীন হাউস নার্সারি কতৃপক্ষের তরফে বলা হয়েছে আগামী দিনে নার্সারি সংক্রান্ত এই আউটলেট থেকে মিলবে।

উত্তর-পূর্ব রাজ্য ফের বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের

বিশেষ সংবাদদাতা: ফের বিতর্কিত মন্তব্য বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। জেল থেকে বীরেরসম্মান? কেন উনি কি স্বাধীনতা সংগ্রাম করে জেলে গেছেন নাকি? চুরি করে জেলে গেছে,গরু চুরি করে জেলে গেছে। পাশাপাশি সুকান্তর দাবি, আরও উইকেট পড়বে। প্রতিমাসে উইকেট পড়বে তৃণমূলের। শুক্রবার মালদায় বিজেপির আইন অমান্য কর্মসূচির মঞ্চ থেকে এহেন মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার।

উল্লেখ্য, গতকাল নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশেষ অধিবেশন ছিল তৃণমূলের। সেই অধিবেশন থেকে অনুব্রতর পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপিকে নিশানা করেছিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন সভা থেকে বিজেপিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে মমতা বলেন, ভাবছে অনুব্রতকে জেলে রেখে বীরভূম জেলার দুটি লোকসভা আসন দখল করবে, ও গুরে বালি। জেল থেকে যতদিন না কেষ্ট বেরিয়ে আসছে লড়াই আরও তিনগুণ বাড়বে। পাশাপাশি তৃণমূল কর্মীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন মমতা। এদিন মমতা বলেন, বীরের সম্মান দিয়ে কেষ্টকে জেল থেকে বের করে আনবেন। বীরভূম জেলা হারতে জানে না, হারতে শেখেনি। ওটা লাল মাটির রাস্তা, মাথায় রাখবেন।

সম্পাদকীয়

বদলাক রাজনীতির ভাষা

মাঝেমধ্যেই অনেকের মনে হয় আদোপেই কি এদেশের এক রাজনৈতিক নেতা বলেছিলেন ‘ তোমরা আমায় রক্ত দেও। আমি তোমাদের স্বাধীণতা দেব’। কিংবা ‘স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার’? ইতিহাস বই এর পাতা তো একথাই বলে। কিন্তু আজকের সময়ে সেই কথাগুলো ভাবতেই কেমন সন্দিহান হতে হয়। অথচ এমন হবার কথা ছিলনা। পরাধীন ভারতের সাম্রাজ্যবাদী শাসকের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে এমনই আলোরন সৃষ্টি করা ভাষণ শুনে রাজনীতির মঞ্চে আত্মত্যাগ করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসত সেসময়ের নতুন প্রজন্ম। আর আজ স্বাধীনতার ৭৫ বছরে বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের ভাষা শুনে মনে হয় এক অসুস্থ সমাজে আমরা বাস করছি। যুব নেতাদের মুখেও একই ভাষা। কেন্দ্রের মন্ত্রী এক সর্বভারতীয় যুব নেতা বললেন প্রকাশ্যে ‘গোলি মারো শালাকো’। আবার আমাদের রাজ্যের সাংসদ তথা এক যুবনেতা হাসপাতালে আহত পুলিশ অফিসার কে দেখতে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে মুখোমুখি হয়ে বললেন তার সামনে যদি সেদিন পুলিশের গাড়ি জ্বলত আর সে যদি সেই আহত পুলিশ অফিসারের স্থানে থাকত তবে নিজের কপালের দিকে পিস্তলের মত করে নিজের আঙ্গুল মাথায় ঠেকিয়ে বললেন ‘ আমি ঐ গাড়ি জ্বালান লোকদের এভাবে শুট করে দিতাম’। আবার এক সর্বভারতীয় বাম ছাত্র নেত্রী বললেন ‘ এবার আর অন্য কিছু ভাঙব না। ভাঙব কালীঘাটের টালির চাল’। কেন এত মারা,ভাঙার কথা ? তরুণের স্বপ্ন বইতে তো নেতাজী চেয়েছিলেন ছাত্রাবস্থা থেকেই রাজনীতির হাল ধরুক নবীন প্রজন্ম। তাই মার্জিত হয়ে রাজনীতির বর্তমান কুকথা দুর করতে এগিয়ে আসতে হবে তরুণ রাজনৈতিক নেতা কর্মীদের। কেননা তারাই একমাত্র পারে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে। আর সেটা তারা করে দেখাবে। এই স্বপ্নের বাস্তবায়নের অপেক্ষায় না হয় আরেকটু অপেক্ষাই করলাম।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদকীয় উপদেষ্টা	ঃ দেবাশিস ভৌমিক
সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পন্ডিত
সহ-সম্পাদক	ঃ রনিত সরকার, চিরন্তন নাহা, বর্ণালী দে, লোপামুদ্রা তালুকদার, দেবাশীষ চক্রবর্তী
ডিজাইনার	ঃ সমরেশ বসাক
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ বিমান সরকার

কবিতা

প্রলেপ কিংবা প্রলাপ নয়

নীলাদ্রি দেব

কত কথা পোড়া বাঁশির মতো বাজে
আসনের নিচে গভীর কুয়োকে ঘিরে ধরে মেঘ
অগনন স্বচ্ছ সিঁড়ি চুরি গেছে যাদের,
দূর থেকে শ্যাওলা ছুঁড়ে দেয়
উলম্ব অক্ষ ঘিরে আছে পোষা ছানা
ছানাদের বড় বড় জিভ
কিউটিকল, রেপ্লিকা... স্পর্শ পাবে না, প্রভু
খাবারের পিরামিড, এতটা বেসমেন্ট জুড়ে
নিজস্ব আর্তনাদ
যদি আমরাই, প্রতিটি একক নড়ে উঠি দুপুরে
হঠাৎ
ঘরে ফেরা পাখির পালকে লেগে যাবে
ভেঙে যাওয়া সৌধের দাগ

প্রবন্ধ

ব্যতিক্রম

অরুপ গুহ

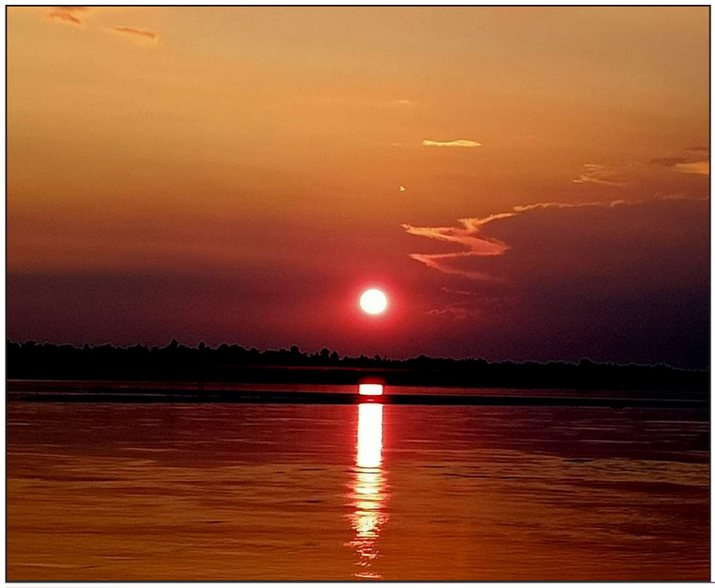

প্রাচীনকালে আশ্বিন মাসে নদীর পাশে থাকা ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির এক পরম্পরা রীতি ছিল

উপরীউক্ত রীতি আজ বাকিটুকু ভুলতে বসেছে আধুনিক ভারতবাসী। এই রীতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নদীর সংগে সখ্যতা গড়ে তোলা এবং স্বাস্থ্যমতে এই আশ্বিন মাসের নদীর বাতাস গায়ে লাগিয়ে শরীরকে ভালো রাখা। এই দুই কারনেই বিশেষ করে আশ্বিন মাসে নদীর পাড়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা সপরিবারে নদীর পাড়ে ২/৫ দিন অস্থায়ী আস্তানা গেড়ে থাকতো। বোঝাই যায় অনেক উন্নত চিন্তাভাবনা সেই সময় আমাদের দেশে চালু ছিল।

আধুনিকতার সংসার জীবন অবশ্য এই প্রথা মুছে দিয়েছে। তবে আমাদের সংগঠন ন্যাসগ্রুপ সারা বছর নদীর কাছাকাছি থাকে এবং এই আশ্বিন মাসে বিশেষ ক’টা দিন বিভিন্ন নদীর কাছাকাছি ধারাবাহিকভাবে থাকছে গত কয়েক বছর ধরে।

এমন করেই গতকাল আমরা সারাদিন ছিলাম তোর্ষানদীর কাছাকাছি। কখনো নদীর ধারে আড্ডা মারা, নদীর পাড় ধরে হেঁটে যাওয়া, নদীতে নৌকা চড়া, নদীর পাড়ে খাদ্যগ্রহণ করা, নদীর পাড়ে বসবাস করা স্থানীয় মানুষদের সাথে সুখদুঃখমাখা গল্প করা, প্রচুর নদীর ছবি তোলা, নদীর ভাঙন নিয়ে তথ্যসংগ্রহ করা, নদীর জীববৈচিত্র্যের খোঁজ খবর নেওয়া ইত্যাদি।

প্রতিবারই নদীর কাছে এলে আমরা খুব করে ‘চার্জড’ হয়ে পড়ি। মনে হয় ‘কত অজানারে’। আর মনে হয় “ঘরের মধ্যে কিছু নেই, যা আছে তা সব ঘরের বাইরে”। ইতিমধ্যে এই আশ্বিন মাসে অন্যান্য নদীতে অর্থাৎ ধারসী নদী, তুরতুরি নদী, বানিয়া নদী, কাজলডোবা, চৈতন্যঝোড়া, নোনাই নদীতে এই রকম কর্মসূচি আমাদের হয়েছে। নদী নিয়ে আমরা একটি অডিও ক্লিপিংস প্রকাশ করেছি। একটি সেমিনারে অংশগ্রহণও করেছি। আর কিছুদিন পর বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে এই একই রকম কর্মসূচি আমাদের শুরু হবে।

নদীর কথা নদীর কাছে বলো
নদীকে নিয়ে ভাবুন নদীকে নিয়ে বাঁচুন
(উৎসর্গঃ- প্রাণপ্রিয় উত্তরবঙ্গের সব নদীকে)

লেখক কোচবিহারের বিশিষ্ট পরিবেশবিদ

প্রবন্ধ

মুঠোফোন ও ছাত্রসমাজ

সোমালি বোস

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ইলেক্ট্রনিক্স গ্যাজেটের উপর সর্বৎভাবে নির্ভরশীল। কোরণাকালে ছাত্রাসমাজও এরসাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে, যার প্রভাব বর্তমান ও সুদূর ভবিষ্যতেও সামানভাবে চলবে। বৈজ্ঞানিকেরা গবেষণায় বলেছেন এই মুঠোফোন অর্থাৎ স্মার্টমোবাইল ফোন আগামী ২০ বছরে ছাত্রসমাজকে মুর্খ বানিয়ে দেবে। যা সত্যিই চিন্তার বিষয়। দিন দিন ছাত্র সমাজে বই পড়ার অভ্যাস লোপ পাচ্ছে। এখন আর ছোটছেলেমেয়েদের হৈ চৈ করে মাঠে ময়দানে খেলতে দেখা যায় না। সকলেই এখন অনলাইন গেমে ব্যস্ত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো”। কিন্তু আজ ছাত্রসমাজ মুঠোফোনেই সব খেলাধুলা সেরে নেয়। অনলাইন ক্লাস, অনলাইন কোচিং, অনলাইন পরীক্ষা সবই ছাত্রযুবাসমাজকে মুর্খ বানানোর, কর্মবিমুখ বানানোর এক অতীব সুন্দর মাধ্যম। করোনা পরবর্তীকালেও ছাত্রসমাজ এই ডিজিটাল মাধ্যম থেকে বেড়িয়ে আসতে নারাজ। পিতামাতা সন্তানকে স্মার্টফোন কিনে দিতে না চাইলে বা অপরাগ হলে আত্মহত্যার মতো ঘৃণ্য কাজ করতেও ছাত্রসমাজ পিছপা হয় না। ছাত্রসমাজ বাস্তব বন্ধুত্ব অপেক্ষা ভার্চুয়াল বন্ধুত্বে বেশি বিশ্বাসী। পাঠ্যপুস্তকে মনঃসংযোগ ক্রমশঃ হ্রাস পাচ্ছে ছাত্রসমাজ। কৃত্রিম জগতে তাদের সর্বদা লোলুপ দৃস্টি। বিদ্বাজনেরা ছাত্রসমাজ নিয়ে প্রমাদ গুনছেন। এখন আর ছাত্রসমাজকে রোমাঞ্চকর কাহিনী বা ভৌতিক কাহিনীর বই হাতছানি দেয় না, আরে মুঠোফোন আছে তো; বইমেলায় হাতেগোনা কয়েকটি ছাত্রছাত্রীকে দেখা যায়।

এখন আমরা অন্তিমলগ্নে এসেছি, সকলকে এটা নিয়ে ভাবতে হবে এবং ছাত্রসমাজের হিতে সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

লাল আটার উপকারিতাঃ (ডাক্তার অজয় মন্ডল, বিশিষ্ট চিকিৎসক)

১) রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

২) সুগার কমাতে সাহায্য করে।

৩) কোষ্ঠকাঠিন্য কমাতে সাহায্য করে।

৪) ওজন কমায়।

৫) রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।

৬) ত্বক সুস্থ রাখে।

৭) শরীরের মাংসপেশি ও এন্টিবডি গঠনে সাহায্য করে।

বই রিভিউঃ রোবনামচা চেনায় এক অন্য মানুষকে

পার্থ নিয়োগী

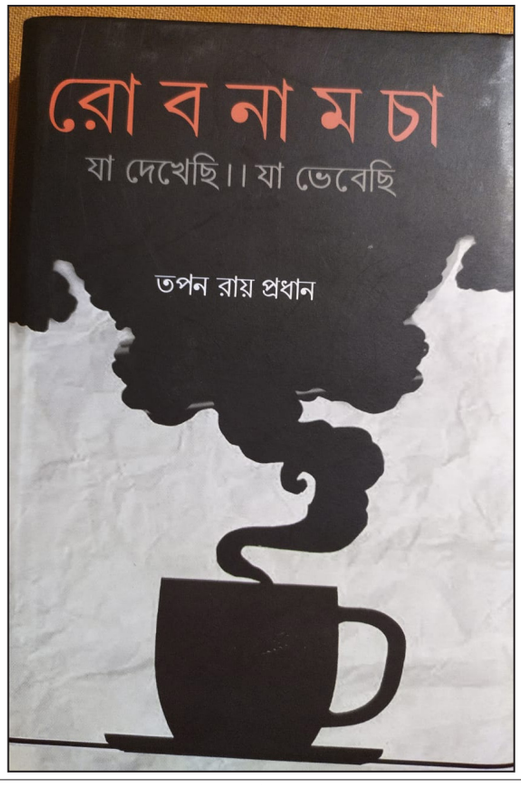

তপন রায় প্রধান আমাদের পরিচিত এক সদা হাস্যময় মানুষ। যদিও বয়সে ষাটের গণ্ডী পার করেছেন বেশ কয়েক বছর হল। তবু মানুষটির কাজের উদ্যোম দেখে তাকে যুবক বলে ভাবলেও খুব একটা ভুল হবেনা। তার জীবন যেন এক রুপকথা। আর সেই রুপকথা তিনি ধারাভাবিক ভাবে একটা সময় ফেসবুকে প্রতি রোববার রোবনামচা শিরোনামে লিখতেন। তুমুল জনপ্রিয় হয়েছিল ফেসবুকে তার এই লেখা। পরবর্তী সময়ে সেই লেখার থেকে পঞ্চাশটি লেখাকে বেছে নিয়ে ' রোবনামচা' শিরোনামে বই আকারে এখন ডুয়ার্স প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত হয়। পাঠক মহলেও প্রচুর সমাদৃত হয়েছে এই বই। তবে কিছু কিছু বই থাকে যা বোধহয় খালি বই বললে ভুল হবে। সেরকমই এক বই এই " রোবনামচা" । অনেকে হয়ত ভাবতে পারেন 'রোবনামচা' একপ্রকার তপন রায় প্রধানের আত্মজীবনী মূলক লেখা। কিন্তু আদপে তা নয়। আসলে প্রত্যেক টা মানুষের জীবন মানে এক লং জার্নি। আর সেই জার্নির কথা লেখাকে হয়ত আমরা আত্মজীবনী বলতেই পারি। কিন্তু মানুষের জীবনে ঘটে চলা বিশেষ ঘটনা। যা মানুষটিকে ভাবতে শেখায়। তৈরী করে নিজস্ব এক দর্শন। তখন সেটা আর আত্মজীবনী থাকেনা। হয়ে ওঠে লেখকের প্রতিচ্ছবি। আর সেই প্রতিচ্ছবি ভাবতে বাধ্য করে সচেতন পাঠককে। শৈশব,যৌবন থেকে আজকের প্রবীণ নাগরিক হয়ে ওঠার মাঝে যে বাস্তবতা তুলে ধরেছেন তা অদ্ভুত এক ঘোরের সৃষ্টি করে। বইটির মুখবন্ধ লিখতে গিয়ে লেখকের খুব কাছের বন্ধু গৌতমেন্দু রায় বলেছেন ' জেনেটিক সূত্রে তার প্রিয় বন্ধু তপন বাউন্ডুলে"। কথাটি একদম ঠিক। কেননা বাউন্ডুলে না হলে এমন অভিজ্ঞতার কথা স্মৃতি থেকে তুলে এনে এমন বই লেখা যায়না। ইউপিএসসি পরীক্ষায় পাশ করে কলকাতা দুরদর্শনের আধিকারীক এর মত উচ্চপদে থেকেও সে ভোলেনি ঢিপাদার কথা। সেই ঢিপাদার কথা কৈশোরে যার কাছে বায়না ধরেছিলেন দোতরা শেখানোর। আসলে প্রান্তিক মাটির মানুষের প্রতি লেখকের টান বরাবরের। আর সেজন্যই হয়ত ছাত্রাবস্থায় যোগদেন বামপন্থী রাজনীতিতে। সেখানেও তার কাজ দেখে চমকে উঠতে হয়। জলপাইগুড়ির এসি কলেজের ছাত্র সে। থাকতেন শিল্পসমিতি পাড়ায় এক বৃদ্ধা মাসিমার বারান্দায় মুলিবাঁশের বেড়ার খুপরিতে ২৫ টাকার মাসিক ভাড়ায়। বিধবা, নিরামিষি মাসিমাই তাকে রান্না করে দিতেন। মাসিমার করে দেওয়া রান্নার চাল ডালের জোগাড়টা করে দিতেন তার পার্টি কমরেডরাই। কেবল রান্নার উনোনের জন্য কাঠের ব্যবস্থা করতে হোত তাকে। কিন্তু সর্বহারা দলের ছাত্র কমরেডের পক্ষে সেই কাঠ জোগাড়ের খরচ সংগ্রহ করাও ছিল বিশাল চাপের। সামনেই ছিল মাশকালাইবাড়ির শ্মশান। সেখানে মৃতদেহ পোড়াবার পর কিছু কাঠ গড়িয়ে পড়ত নদীতে। আর স্মশানের কাজে নিযুক্ত মানুষটিকে দু-এক টাকা দিয়ে লেখক সিমেন্টের বস্তায় তুলে আনতেন সেই পোড়া চিতাকাঠ। তারপর সেই পোড়া চিতা কাঠে হাড়জোড় থাকলে তা পরিষ্কার করে নিয়ে আসতেন রান্নার উনোনের জন্য। যা সেই বৃদ্ধা মহিলা কোনদিন জানতে পারেননি। তাদের হলদিবাড়ির বাড়িতে পারিবারিক এক চৌকি ছিল। এই চৌকিতে এসে বসেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর স্নেহধন্য হেমন্ত বসু, ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা অশোক ঘোষ। বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দীন আহমেদও হলদিবাড়িতে এসে চেয়ারের বদলে এই চৌকিতে বসেছিলেন। বেড়ুবাড়ি রক্ষা আন্দোলনের সময় খবর কভার করতে এসে প্রবাদ প্রতিম সাংবাদিক বরুণ সেনগুপ্ত এই চৌকিতে রাত কাটিয়েছিলেন। লেখক তিস্তাপারের ছেলে। স্বাভাবিকভাবে তিস্তা নদীকে নিয়ে তার অজানা কথাও সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। শৈশবে হলদিবাড়ি স্টেশনে পাকিস্থানের সবুজ রং এর রেল দেখে পাকিস্থানে থাকা মামার বাড়ির কথা ভাবা আজও মনে রেখেছেন তিনি। একটা সময় সাংবাদিকের পেশায় ছিলেন তিনি। আর সেই পেশার তাগিদে ভরা বর্ষায় নদী সাঁতরে টোটোপাড়ায় তার খবর করতে যাওয়ার গল্প সাংবাদিকতার প্রতি দায়বদ্ধতার পরিচয় দেয়।কাজের সূত্রে ত্রিপুরা,সিকিমে থাকায় বাদ যায়নি সেখানকার কথাও। কৃতজ্ঞতা চিত্তে তিনি লেখেন সেই ভারতীদির কথা যে একদিন তার অনার্স পার্ট ওয়ানের ফাইনাল পরীক্ষার ফিজ দিয়েছিলেন। তার জীবনেও এসেছিল প্রেমের ছোঁয়া। তাই টুলুদির শাড়ির গন্ধ আজও তিনি মনে রেখেছেন। সুমনের সেই প্রথম প্রেম হারিয়ে কান্না বুকে নিয়ে হাটার মত অবস্থা লেখকেরও হয়েছিল তা অকপট ভাবে লিখেছেন। জীবনে এসেছিল রমা রায় যে কিনা নিজের প্রেমিকের কথা ভেবে নিজের সরকারি চাকরি হেলায় ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাল্টচরণের মত ঘরছাড়া জীবন কাটান মানুষ কিংবা রিক্সাচালক পরেশচন্দ্র কে তিনি আজও যে উপলব্ধি করেন তার বড় প্রমাণ তাদের নিয়ে তার লেখা। কাঠাল,পেয়াজির মত খাবারকে নিয়ে তার অভিজ্ঞতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে । পাশাপাশি একইভাবে লিখেছেন স্বাধীনোত্তর কোচবিহার এর মেখলিগঞ্জের ধুলিয়া গ্রামে প্রজা বিদ্রোহ করে দীনেশ রায় থেকে রাজা দিনেশ্বর হয়ে ওঠার গল্প। এককথায় 'রোবনামচা' যে সচেতন পাঠক কে একবারের জন্য হলেও লেখকের জীবনের এই ঘটনাগুলি কে নিয়ে ভাবতে। সেসাথে হয়ত পাঠকের থেকে দাবি উঠবে তার জীবনের ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে 'রোবনামচা' দ্বিতীয় খন্ডের বই এর। আর সেটাই স্বাভাবিক।

গণশা আমাদের ভাবতে শেখায়

নাদিরা আজাদ

আমি রিভিউ লিখতে আসিনি। তবে সত্যিই আমি অনেক দিন পর গণশা সম্পর্কে কিছু একটা বলতে চাইছি। গত ৭ ই সেপ্টেম্বর, কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে তমোজিৎ রায়ের নির্দেশনায় একটা অসাধারণ লোক আঙ্গিকে নগরনাট্য দেখেছি "গণশা রে"।

আমার শুধু গণশা রে দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল এই রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় গণশা রে একটি চ্যালেঞ্জ। রাজনীতি সমাজ-- শিক্ষা-- আর্থিক অবস্থান নিয়ন্ত্রণ করে। গণশার মতো আরো কত কত মানুষ এভাবেই মৃতশরীর হচ্ছে আমাদের নকল রঙের দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। এমনকি গণশার মৃত্যুর পর ও তার মৃত্যু কে নিয়ে "ধর্ম ব্যবসা " ; যে ব্যবসা চিরকাল আমাদের বুক হৃদয় প্রেম সমাজ সম্পর্ক কুড়ে কুড়ে খেয়েছে।

"গণশা রে" --- আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছে আদতে আমরাই সেই " গনশা " বা " মিরাক্কেল প্রাইভেট লিমিটেড " এর অংশীদার। যে বিষাক্ত অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি আমরা না বুঝেই তৈরি করেছি ; সেখানে হয় মানিয়ে চলতে চলতে আমরাই হয়ে উঠব " মিরাক্কেল " এর সেই ব্যবসাদার অথবা " গণশা " । এই সময় উত্তরের এই মাটিতে গণশা রে পালাটি আমাদের ভাবতে বাধ্য করবে। আগামীতে আমি আবার এইটি দেখব আশা রাখি। গনশার না বলা কথা আমরা যেন বারবার ভাবতে পারি।

চতুর্থ মুজনাই নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হলো ফালাকাটায়

বিশেষ সংবাদদাতা: ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের আর্থিক সহযোগিতায় ফালাকাটা কমিউনিটি হলে গত ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে ৫ই সেপ্টেম্বর হয়ে গেল চতুর্থ বছরের মুজনাই নাট্যোৎসব। আয়োজনে ছিল ফালাকাটা রেনেসাঁ থিয়েটার গ্রুপ। এই তিন দিনে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট পাঁচটি নাটকের দল অংশগ্রহণ করে। এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন সদস্য সচিব পশ্চিমবঙ্গ নৃত্য নাটক, সঙ্গীত ও দৃশ্যমান শিল্পকলা একাডেমীর সদস্যা সচিব ডঃ হৈমন্তি চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকটা নাটক দেখতেই দর্শকদের ভিড় ছিল নজর কারা। সব মিলিয়ে পুজোর আগে নাটক কে নিয়ে মেতে উঠলো ফালাকাটা।

প্রকাশিত হল প্রবীণ কবি সন্তোষ সিংহের রাজবংশী ভাষার নতুন কাব্যগ্রন্থ

বিশেষ সংবাদদাতা: সম্প্রতি মাথাভাঙ্গায় প্রবীণ কবি সন্তোষ সিংহের বাসভবনে প্রকাশিত হলো কবির বাছাই করা রাজবংশী ভাষার কবিতা নিয়ে একটি কাব্যগ্রন্থের। এই কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উপস্থিত ছিলেন আরেক প্রবীণ কবি আব্দুল্লাহ মিয়া ও রাজবংশী ভাষার লেখিকা ধৃতশ্রী রায় প্রমুখ। বইটির প্রকাশক পাইকান প্রকাশনী। উল্লেখ্য বই প্রকাশের অনুষ্ঠানটি বড় করে করার কথা থাকলেও কবি সন্তোষ সিংহের অসুস্থতার জন্য খুব সংক্ষেপে তার বাড়িতে এই বই প্রকাশ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়।

একশো শতাংশ নিরপেক্ষ প্লাস্টিক বর্জ্য অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া

বিজনেস ডেস্ক: দেশের বৃহত্তম এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং কোম্পানী অ্যামওয়ে ইন্ডিয়া ১০০% প্লাস্টিক বর্জ্য নিরপেক্ষ হয়ে গেছে। অ্যামওয়ে বার্ষিক ৫০ মিলিয়ন ইউনিট প্লাস্টিক পণ্যের বর্জ্য পুনর্ব্যবহার করে। উল্লেখ্য, অ্যামওয়ে হল ভারতের প্রথম এফএমসিজি ডাইরেক্ট সেলিং প্রাক এবং পোস্ট-কনজিউমার প্লাস্টিক বর্জ্য নিরপেক্ষ কোম্পানী।

অ্যামওয়ে ৮০০ মেট্রিক টন পোস্ট-ভোক্তা প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহার করছে। যা বোতল, টিউব, ক্যাপ, জার এবং বিভিন্ন আকারের থলি সহ প্রায় ৫০ মিলিয়ন ইউনিট প্লাস্টিক বর্জ্যের সমতুল্য। পরিবেশের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে অ্যামওয়ে তার উৎপাদন কারখানায় ১০০% বিপজ্জনক পণ্য এবং প্লাস্টিক বর্জ্য পুনরায় ব্যবহার করেছে।

অ্যামওয়ে ইন্ডিয়ার রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্সের অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট আদিপ রায় বলেন, প্রাক-কনজিউমার প্লাস্টিক বর্জ্য নিরপেক্ষতা অর্জন করা আমাদের মূল মাইলফলক গুলির মধ্যে অন্যতম।

এনএমএমইও-ওপি-র সাথে সমঝোতা স্বাক্ষর গোদরেজ অ্যাগ্রোভেটের

বিজনেজ ডেস্ক: ভারতের বৃহত্তম কৃষি ব্যবসায়িক সংস্থা গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট ভোজ্য তেল-অয়েল পাম (এনএমএমইও-ওপি) স্কিমের অধীনে আসাম, মণিপুরা এবং ত্রিপুরা সরকারের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। যা জাতীয় মিশনের অন্তর্গত এই অঞ্চলে তেল পাম চাষের উন্নয়ন ও প্রচারের বিশেষ সাহায্য করবে।

গোদরেজ অ্যাগ্রোভেট ভারতের বৃহত্তম তেল পাম প্রসেসর এবং কৃষকদের সাথে সরাসরি কাজ করে। স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের অংশ হিসাবে গোদরেজ এগ্রোভেটকে এই অঞ্চলে টেকসই পাম তেলের বাগানের প্রচার ও উন্নয়নের জন্য তিনটি রাজ্যে জমি বরাদ্দ করবে। যা এই তিন রাজ্যে পাম তেল বাগান গড়ে তোলা সহ কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানে সহায়তা করবে।

ভারত সরকারের লক্ষ্য হল এই মিশনের অধীন ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১০ লক্ষ হেক্টর এবং ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে ১৬.৭ লক্ষ হেক্টরে অয়েল পাম চাষের আওতাধীন এলাকা বাড়ানো। গোদরেজ এগ্রোভেট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ভিবলরাম সিং যাদব বলেন, এনএমইও-ওপি এবং গোদরেজ এগ্রোভেট ভারতের তেল মিশনের ব্যবধান পূরণে নেতৃত্ব দেবে।

শিলিগুড়িতে মেলোরার প্রথম ‘নিউ-এজ’ এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার

বিজনেজ ডেস্ক: ভারতের অন্যতম জুয়েলারি ব্র্যান্ড মেলোরা (www.melorra.com), শিলিগুড়ির সিটি সেন্টারে তাদের প্রথম নিউ-এজ এক্সপেরিয়েন্স সেন্টার খুলেছে। যা একুশ শতকের মহিলাদের জন্য নিয়ে এসেছে লাইটওয়েট, সূক্ষ্ম, ট্রেন্ডি এবং ফ্যাশনেবল সোনার গহনা। শিলিগুড়ির স্টোরটি মেলোরার ২০তম সেন্টার।

গ্রাহকদের পচ্ছন্দের কথা মাথায় রেখে সোনার গহনার ডিজাইনকে সম্পূর্ণ নতুন রূপে পেশ করেছে মেলোরা। সাম্প্রতি গ্রাহকদের ওপর মেলোরা একটি সমীক্ষা করে। সেই সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ৯০%-এরও বেশি গ্রাহক ট্রেন্ডি, ফ্যাশনেবল ডিজাইনের সোনার গহনা কিনতে পছন্দ করেন। আর তাই মেলোরা হালকা ওজন সহ ভিন্ন ডিজাইনের ফ্যাশনেবল সোনার গয়না অফার করছে। যা যেকোনো ধরনের ড্রেসের সাথে পরা যায়।

মেলোরার প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও সরোজা ইরামিলি বলেন, “মেলোরা গ্রাহকদের জন্য এনেছে হালকা ওজনের ফ্যাশনেবেল সোনার গহনা। যার মধ্যে রয়েছে সাশ্রয়ী মূল্যের ১৭,০০০-র বেশি ডিজাইন। সিটি সেন্টারে মেলোরার নতুন সেন্টারে আমরা গ্রাহকের স্বাগত জানাই”। গ্রাহকদের পছন্দ অনুযায়ী মেলোরা অধিকাংশ ফ্যাশনেবল হালকা ও সোনার গহনা সাশ্রয়ী মূল্যে অফার করে। এখনও পর্যন্ত মেলোরা তিন হাজারেরও বেশি শহর ও গ্রামে তার ফ্যাশনেবেল গহনা পৌঁছে দিয়েছে।

ফ্লিপকার্টের নিউফরইউ ক্যাম্পেন

বিজনেজ ডেস্ক: আসন্ন উৎসবের মরশুম ও বহুপ্রতীক্ষিত ‘বিগ বিলিয়ন ডেজ’-এর আগেই ফ্লিপকার্ট নিয়ে এলো ‘অটাম উইন্টার ফ্যাশন কালেকশন’। এই কালেকশনে থাকছে টপ ইন্ডিয়ান ও ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের অ্যাপারেল, অ্যাক্সেসরিজ ও ফুটওয়্যার-সহ অজস্র পণ্যসামগ্রী।

অটাম উইন্টার ফ্যাশন কালেকশনের মধ্যে পাওয়া যাবে ব্লু, ব্রাউন, ইয়েলো, পিংক ও গ্রিন-সহ নানারঙের ফ্যাশন সামগ্রী, যেমন বিভিন্ন স্টাইলের ড্রেস, টপ, টি-শার্ট, কুর্তা, স্কার্ট, প্যান্ট, ডেনিম, কার্ডিগান, সোয়েটার ও জ্যাকেট।

নিউফরইউ ক্যাম্পেনের জন্য ফ্লিপকার্ট ১০০ জনেরও বেশি ফ্যাশন ও লাইফস্টাইল ইনফ্লুয়েন্সারের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে, যাতে সোস্যাল মিডিয়ায় ফ্লিপকার্টের অটাম উইন্টার ফ্যাশন কালেকশন আরও ভালভাবে তুলে ধরা যায়। উল্লেখ্য, ফ্লিপকার্টের অটাম উইন্টার ফ্যাশন কালেকশনে পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের জন্য রয়েছে অ্যাপারেল, ফুটওয়্যার ও অ্যাক্সেসরিজের এক বিশাল সম্ভার।

বন্ধন ব্যাঙ্কের সপ্তম বার্ষিকী উদযাপন

বিজনেজ ডেস্ক: সফলতার সঙ্গে সাত বছর পূর্ণ হল বন্ধন ব্যাঙ্কের। এই উপলক্ষ্যে, গ্রাহকদের আরও সুবিধা দেওয়ার জন্য ব্যাঙ্ক ‘নিও+ ডিজিটাল সেভিংস অ্যাকাউন্ট’ নামে একটি নতুন অ্যাকাউন্ট চালু করেছে। এই অ্যাকাউন্টটি একটি ভিডিও কেওয়াইসি মডিউল।

এটি একটি সম্পূর্ণ কাগজ বিহীন প্রক্রিয়া। গ্রাহকরা যাতে খুব সহজেই ডিজিটাল সেভিংস অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে লেনদেন করতে পারেন সেজন্য বন্ধন ব্যাঙ্ক এমবন্ধন মোবাইল অ্যাপ এবং ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং-এর তাৎক্ষণিক অ্যাক্সেস সরবরাহ করেছে। উল্লেখ্য, সপ্তম বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডঃ প্রণব সেন।

তিনি “বিল্ড ব্যাক বেটার – দ্য রোল অফ ফিনান্স” বিষয়ে বার্ষিকী বক্তৃতা দেন।বন্ধন ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা, এমডি এন্ড সিইওচন্দ্র শেখর ঘোষ বলেন, গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, কর্মচারী এবং স্টেকহোল্ডারদের সহযোগিতায় আজ সফলতার সঙ্গে সাত বছর পূর্ণ করতে পেরে আমরা গর্বিত। অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যাঙ্কিংয়ের জন্য সব সময়ই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বন্ধন ব্যাঙ্ক।

কেটিএম প্রো-গেটঅ্যাওয়ে হল শিলিগুড়িতে

বিজনেজ ডেস্ক: বিশ্বের ১ নম্বর ও ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল প্রিমিয়াম মোটরসাইকেল ব্র্যান্ড কেটিএম তাদের ‘কেটিএম প্রো-গেটঅ্যাওয়ে’ অনুষ্ঠান করল শিলিগুড়িতে।

কেটিএম ওনারদের এক ‘ট্রু প্রো-বাইকিং এক্সপিরিয়েন্স’ হল কেটিএম প্রো-গেটঅ্যাওয়েজ, যা দেশের বড় শহরগুলিতে নিয়মিত আয়োজন করা হতে থাকবে। কেটিএম ২৫০সিসি+ ডিউক ও আরসি ওনারদের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত সারাদিনব্যাপী রাইড। এই রাইডের পরিকল্পনা ও নির্দেশনার দায়িত্বে থাকেন কেটিএম এক্সপার্টরা। রুট নির্বাচনের ক্ষেত্রে ৯০% থাকে টারম্যাক ও ১০% সফট রোড, ফলে রাইডিং এক্সপিরিয়েন্স বৃদ্ধি পায়।

শিলিগুড়িতে প্রো-গেটঅ্যাওয়ে পরিচালনার দায়িত্বে ছিল এক পেশাদার মোটরসাইকেল রেসিং টিম ও অ্যাকাডেমি – গাস্টো রেসিং। শিলিগুড়ির রাইড শুরু হয় কেটিএম সেভক রোড থেকে এবং সমাপ্ত হয় লেপচা জগতে। রাইড চলাকালীন বাইক ওনারদের যেসব বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে সেগুলির মধ্যে ছিল ভিশন, বডি কন্ট্রোল, বাইক কন্ট্রোল ইত্যাদি। এছাড়া, অ্যাক্সিলারেশন, ব্রেকিং, সিটিং পোজিশন ইত্যাদি বিষয় শেয়ার করা হয় রাইডারদের সঙ্গে।

রেনল্ট নিসানের চেন্নাই প্ল্যান্টের নতুন এমডি – কীর্থি প্রকাশ

বিজনেজ ডেস্ক: রেনল্ট নিসান অটোমেটিভ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে নিয়োজিত হলেন কীর্থি প্রকাশ। ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনি চেন্নাইয়ে কোম্পানির অ্যালায়েন্স প্লান্টে অপারেশনসের শীর্ষপদের দায়িত্বে থাকবেন। নতুন পদে যোগ দিয়ে তিনি সরাসরি নিসান ইন্ডিয়া অপারেশনসের প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক টোরেসের অধীনে কাজ করবেন এবং যোগাযোগ রেখে চলবেন নিসানের ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ম্যানুফ্যাকচারিং অ্যান্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট ফর আফ্রিকা, মিডল ইস্ট অ্যান্ড ইন্ডিয়া) রডি ম্যাকলয়েডের সঙ্গে।

বর্তমানে রেনল্ট নিসান অটোমেটিভ ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে আসীন কীর্থি প্রকাশ এই প্ল্যান্টে যোগ দিয়েছিলেন ২০০৮ সালে। অটোমেটিভ ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে তাঁর প্রায় ২০ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি এখন বিজু বালেন্দ্রনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন।

কীর্থি ২০০৮ সালে এই কোম্পানিতে বডিশপ ম্যানেজার হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন এবং ২০১০ সালে সিনিয়র ম্যানেজার (স্ট্যাম্পিং, বডি, ট্রিম অ্যান্ড চেসিস অ্যাসেম্বলি) পদে উন্নীত হন। ২০১৬ সালে ভাইস-প্রেসিডেন্ট (ভেহিকেল প্রোডাকশন অ্যান্ড প্লান্ট ইঞ্জিনিয়ারিং) পদে উন্নীত হওয়ার পর তাঁকে জাপানে নিসানের হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হয়। ২০২১ সালে ফিরে আসার পর তাঁকে ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর (ইঞ্জিনিয়ারিং, কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স, প্রোডাকশন কন্ট্রোল অ্যান্ড পার্টস অ্যারেঞ্জমেন্ট) পদে প্রোমোশন দেওয়া হয়।

পেনশন তহবিলের জন্য পিএফআরডিএ-র শংসাপত্র পেল ম্যাক্স লাইফ

বিজনেজ ডেস্ক: ম্যাক্স লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড ("ম্যাক্স লাইফ"/ "কোম্পানি") পেনশন তহবিলে ব্যবসা শুরু করতে তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠান ম্যাক্স লাইফ পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের জন্য শংসাপত্র পেল। উল্লেখ্য, চলতি বছরের ২৩ আগস্ট এই শংসাপত্র অর্জন করেছে ম্যাক্স লাইফ। যা সাবসিডিয়ারি জাতীয় পেনশন স্কিমের অধীনে বিনিয়োগের মাধ্যমে পেনশন পরিচালনা করবে।

ম্যাক্স লাইফ পেনশন স্কিমের লক্ষ্য আগামী ১০ বছরের মধ্যে এইউএম -কে ১এল সিআর-এ স্কেল করা। এই পেনশন তহবিল গ্রাহকদের নতুন এনপিএস অ্যাকাউন্ট খুলতে সাহায্য করবে। বলাবাহুল্য, গ্রাহকদের বিভিন্ন পরিষেবা অফারের জন্য ম্যাক্স লাইফ পেনশন, পেনশন ফান্ড রেগুলেটরি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (পিএফআরডিএ) এর কাছে (পিওপি)রেজিস্ট্রেশনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

উল্লেখ্য, পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট সাবসিডিয়ারি রিটায়ার্ড ব্যক্তিদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লিভার। যা পেনশন তহবিল পিএফআরডিএ নির্দেশিকা মেনে চলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে গ্রাহকদের জন্য ঝুঁকি-সামঞ্জস্যপূর্ণ রিটার্ন সর্বাধিক করে। ম্যাক্স লাইফের এমডি এবং সিইও প্রশান্ত ত্রিপাঠী বলেন, ম্যাক্স লাইফ পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড অবসরকালীন বিভাগে আমাদের উপস্থিতিকে শক্তিশালী করে। আমরা ভারতীয়দের আর্থিকভাবে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

৮০ কোটি টাকার টার্নওভার সহ পারফিউম শিল্পে ২৫ বছর পূর্ণ রিয়ার

বিজনেজ ডেস্ক: নিলসন আইকিউ রিটেইল অডিট রিপোর্ট অনুসারে মহামারীর চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও ২০২১- ২০২২ অর্থবছরে ৮০ কোটি টাকার টার্নওভার সহ পারফিউম শিল্পে ২৫ বছরের মাইলফলক পূর্ণ করেছে ভারতের শীর্ষস্থানীয় পারফিউম ব্র্যান্ড রিয়া। সম্পূর্ণ দেশীয় ব্র্যান্ড পারফিউম রিয়ার লক্ষ হল ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪০ কোটি টাকার টার্নওভার অর্জনের জন্য সুগন্ধি শিল্পের বাজারে ২০% পার্টনারশীপ। উল্লেখ্য, ১০.৮% শেয়ার শেয়ার ভ্যালুর নিরিখে ভারতে তৃতীয় বারের জন্য পারফিউম সেগমেন্টকে লিড করছে রিয়া।

এন.কে দাগা ও এল.কে সোনির উদ্যোগে মাত্র এক লাখ টাকার পুঁজি নিয়ে ১৯৯৭ সালে কলকাতায় যাত্রা শুরু করে রিয়া। অডিট রিপোর্ট অনুসারে ২০২১ সালে জানুয়ারী-ডিসেম্বর পর্যন্ত ই-কমার্স রাজস্ব বাদ দিয়ে ভারতে রিয়া পারফিউমের ব্যবসা ছিল ৭৯০ কোটি টাকা। যা ২০২৫ সালে (ই-কমার্স সহ) বেড়ে হবে ১২০০ কোটি টাকা।

রিয়া পারফিউমের সহ প্রতিষ্ঠাতা এন.কে দাগা বলেন, ৩০০ বছরের বেশি সময় ধরে সুগন্ধি তৈরির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে ভারতের। সেই ঐতিহ্য ধরে রাখতে পেরে আমরা গর্বিত।

বিনিয়োগকারীদের অপ্টিমাইজ পোর্টফোলিও বানায় ইটি মনি

বিজনেজ ডেস্ক: সম্প্রতি প্রকাশিত "ইন্ডিয়া ইনভেস্টমেন্ট পার্সোনালিটি রিপোর্ট ২০২২" দেখা গিয়েছে যে ইটি মনি বিনিয়োগকারীদের মনকে ডিকোড করতে পারে। যা ইটি মনিকে বিনিয়োগকারীর বিনিয়োগের আচরণ সম্পর্কে বুঝতে সাহায্য করে। উল্লেখ্য, ইটি মনি হল ভারতের বৃহত্তম মিউচুয়াল ফান্ড অ্যাপ এবং দ্রুত বর্ধনশীল বিনিয়োগ উপদেষ্টা। যা ঝুঁকি সহনশীলতা, ক্ষতি বিমুখতা, আর্থিক অবস্থা এবং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এই চারটি মূল প্যারামিটারের উপর একজন বিনিয়োগকারীর মানসিকতার মূল্যায়ন করে। পার্সোনালিটি রিপোর্ট ২০২২- অনুযায়ী অ্যাভারেজ ভারতীয়দের রিস্ক টলারেন্স রেঞ্জ হল ৫২ থেকে ৮১-এর মধ্যে।

এছাড়া যে সব বিনিয়োগকারী ঝুঁকি নিতে পচ্ছন্দ করেন তাঁরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইক্যুইটিতে প্রচুর পরিমাণে বিনিয়োগ করছেন। যা নির্দেশ করে যে ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা উপেক্ষা করা হচ্ছে।রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের অধিকাংশই কৌশলী (৩৫%) বিনিয়োগকারী। যাঁরা গণনাকৃত ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক। এর পরে রয়েছে এক্সপ্লোরার (৩১%)। এরা স্মার্ট বিনিয়োগকারী। কারণ এরা সময় বুঝে অতিরিক্ত ঝুঁকি গ্রহণ করেন। আর বিশ্লেষক, গবেষক এবং পর্যবেক্ষকের ভিত্তিতে তৈরি হয় দেশের অবশিষ্ট ৩৪% বিনিয়োগকারী।

ইটি মনির প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও মুকেশকালরা বলেন, ইটি মনি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের উদ্দেশ্যগুলি বুঝে অপ্টিমাইজ পোর্টফোলিও তৈরি করতে সাহায্য করে।

উত্তরপূর্বাঞ্চলে অ্যামাজনের মহিলা-চালিত ডেলিভারি স্টেশন

বিজনেজ ডেস্ক: উত্তরপূর্ব ভারতে অ্যামাজন ইন্ডিয়া তাদের ডেলিভারি সার্ভিস পার্টনার-চালিত প্রথম সর্বমহিলা ডেলিভারি স্টেশন চালু করল। এই ডেলিভারি স্টেশনটি মিজোরামের চম্পাইয়ে ভারত-মায়ানমার সীমান্তের কাছে অবস্থিত। এই স্টেশনের মাধ্যমে নিকটবর্তী এলাকাগুলিতে অ্যামাজন তাদের গ্রাহকদের কাছে প্যাকেজ ডেলিভারি দিতে পারবে।

উত্তরপূর্বাঞ্চলের এই নতুন ডেলিভারি স্টেশনটি শুধু গ্রাহকদের কাছে অ্যামাজনকে সহজে পৌঁছতে সাহায্য করবে তা নয়, এর দ্বারা তাদের ডেলিভারি সার্ভিস পার্টনার ও অন্যান্য সহযোগীরাও নানারকম কাজের সুবিধা লাভ করবেন।

উল্লেখ্য, এই মহিলা-চালিত ডেলিভারি স্টেশনটির মাধ্যমে অ্যামাজন লজিস্টিক্স সেক্টরে মহিলাদের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি করবে। ইতিমধ্যেই দেশে অ্যামাজনের আরও পাঁচটি মহিলা পরিচালিত ডেলিভারি স্টেশন রয়েছে: তামিলনাড়ু, গুজরাট ও অন্ধ্রপ্রদেশে একটি করে এবং কেরালায় দুইটি। উত্তরপূর্ব ভারতে অ্যামাজন ইন্ডিয়া তাদের উপস্থিতি ক্রমেই দৃঢ়তর করছে এবং বর্তমানে অ্যামাজন ও পার্টনার ডেলিভারি স্টেশনের সংখ্যা প্রায় ৭০। এর ফলে এই অঞ্চলের প্রায় ৪০০ পিন কোড এলাকায় সরাসরি ডেলিভারি প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

TKM এর অনন্য T-TEP উদ্যোগ সহযোগীদের সঙ্গে ৫০তম আইটিআই এবং ডিপ্লোমা প্রোগ্রাম

বিজনেজ ডেস্ক: টয়োটা কির্লোস্কার মোটর [টিকেএম] সরকারী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে – ইম্ফলে ৫০ তম টয়োটা টেকনিক্যাল এডুকেশন প্রোগ্রাম (টি-টিইপি)শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে, যাতে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ মনোযোগ দিয়ে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা সেটগুলি অনুধাবন করা যায়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুর সরকারের শিক্ষা, আইন ও আইন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী বসন্ত কুমার সিং, টিকেএম-এর সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট শ্রী বিক্রম গুলাটি এবং অন্যান্য আধিকারিকরা।

টি-টেপের সাথে, এখন পর্যন্ত, টিকেএম ২২ টি রাজ্য জুড়ে ৫০ টি আইটিআই/ পলিটেকনিক কলেজের সাথে যুক্ত। বর্তমানে ১০,০০০ এরও বেশি শিক্ষার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং ৭০% শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন অটোমোবাইল কোম্পানিতে কাজ করছে।

এই উপলক্ষে, মণিপুর সরকারের শিক্ষা, আইন ও আইন বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী বসন্ত কুমার সিং বলেন, "সরকার টয়োটার মতো শিল্প অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করে এই ধরনের ভাল উদ্যোগকে সমর্থন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যার ফলে বিদ্যমান দক্ষতার ঘাটতি পূরণে তাদের প্রচেষ্টা জোরদার করা যায় এবং বিশ্বমানের কর্মীদের বিকাশে সহায়তা করা যায়"।

ডায়মন্ড লীগে সোনা জিতলেন নীরজ চোপড়া

নিউজ ডেস্ক: অলিম্পিকের পর এবার ডায়মন্ড লীগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সোনা জিতলেন ভারতের নীরজ চোপড়া। ৮৯.৮ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে ডায়মন্ড লীগের ফাইনালে সোনাজয় করেন। উল্লেখ্য এর আগে টোকিও অলিম্পিকে তিনি সোনা জয় করেন এবং বর্তমান বছরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও রূপো জয় করেন। সব মিলিয়ে ভারতের সোনার ছেলের জয়যাত্রা ছুটেই চলছে।

চ্যাম্পিয়ন প্যারাডাইস

কোচবিহার: তুফানগঞ্জ মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলো বোচামারি প্যারাডাইস ক্লাব ২ সেপ্টেম্বর সুপার সিক্সের শেষ ম্যাচে বোচামারি প্যারাডাইস ক্লাব ৩-১ গোলে রসিকবিল যুবশ্রী সংঘ কে পরাজিত করে। এদিন প্যারাডাইসের তরফে গোল করেন জ্যোতির্ময় রাভা,সাইকুল মিয়া ও রাহুল খেড়িয়া অন্যদিকে যুবশ্রী সংঘের একমাত্র গোলটি করেন বুদ্ধদেব ওরাও।উল্লেখ্য পাঁচ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট অর্জন করে চ্যাম্পিয়ন হয় প্যারাডাইস ক্লাব এবং পাঁচ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হয় শালবাড়ি যুব সংঘ।

কোচবিহারে সিএবির বাছাই পর্ব শুরু

কোচবিহার: সিএবির তত্ত্বাবধানে কোচবিহারের অনূর্ধ্ব ১৬ ও ১৯ বছরের ক্রিকেট প্রশিক্ষণের জন্য বাছাই পর্ব শুরু হল কোচবিহার স্টেডিয়ামে। চলবে ৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্ত জানান সিএবি থেকে কোচ এসেছেন তারা কোচবিহারের ক্রিকেটারদের মধ্যে থেকে অনূর্ধ্ব ১৬ ও ১৯ এর জন্য ২৫ জন কে বেছে নেবেন এর পরে বাছাই করার প্লেয়ারদের তারা গোটা বছর ধরে প্রশিক্ষণ দেবেন।

ভারত - দক্ষিন আফ্রিকা সিরিজের ক্রীড়াসূচী

টি ২০ সিরিজ

প্রথম ম্যাচ - ২৮ সেপ্টেম্বর
দ্বিতীয় ম্যাচ -২ অক্টোবর
তৃতীয় ম্যাচ - ৪ অক্টোবর

একদিনের সিরিজ

প্রথম ওয়ানডে: ৬ অক্টোবর
দ্বিতীয় ওয়ানডে: ৯ অক্টোবর
তৃতীয় ওয়ানডে: ১১ অক্টোবর

ভারত -অস্ট্রেলিয়া টি ২০ খেলার সূচীঃ

প্রথম ম্যাচ- ২০ সেপ্টেম্বর
দ্বিতীয় ম্যাচ - ২৩ সেপ্টেম্বর
তৃতীয় ম্যাচ - ২৫ সেপ্টেম্বর

ছত্রধর ও বাণী বসুনিয়া ট্রফি শুরু হলো হলদিবাড়িতে

স্পোর্টস ডেস্ক: হলদিবাড়ির পাঠানপাড়া পল্লী যুব সংঘের উদ্যোগে ছত্রধর বসুনিয়া এবং বাণী বসুনিয়া ট্রফি তথা লীগ কাম নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হলো গত ৮ই সেপ্টেম্বর। উদ্বোধনী ম্যাচে আয়োজক পাঠানপাড়া পল্লি যুব সংঘ ৩-০ গোলে ধারানগর একাদশকে পরাজিত করে।পাঠানপাড়ার হয়ে দুটি গোল করেন রাজ হোসেন এবং অন্য একটি গোল করেন দীপ বর্মন।

মাদারিহাটে শুরু ফুটবল প্রতিযোগিতা

স্পোর্টস ডেস্ক: গত ২৭ শে আগস্ট থেকে মাদারি হাটের আচমকা ক্লাবের পক্ষ থেকে রাকেশ সূত্রধর সুজাতা রায় ও চন্দ্র কুমার গৌতম ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে ১৬ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে

মহিলা কাবাডিতে চ্যাম্পিয়ন তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়

স্পোর্টস ডেস্ক: বারকোদালি দুই নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে গত ৩১ আগষ্ট চারদলীয় কাবাডি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হল তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় দল। ফাইনালে তুফানগঞ্জ মহিলা মহাবিদ্যালয় দল ২৮ ২২ পয়েন্টে বারকোদালি হাইস্কুলকে পরাজিত করে। তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের ঝরনা বর্মন ও বারকোদালি হাই স্কুলের পাপিয়া রাভা যুগ্ম ভাবে ফাইনালের সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হন। এদিনের প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন তুফানগঞ্জ ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি চৈতি বর্মন বড়ুয়া। পুরস্কার তুলে দেন বার কোদালি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মীনাক্ষী সরকার বর্মন ও তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি স্মরজিত রাভা।

যোগাসনে দিনহাটা ব্যায়াম বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীদের জয় জয়কার

স্পোর্টস ডেস্ক: কোচবিহার নেতাজি সুভাষ ইনডোর স্টেডিয়ামে কোচবিহার ডিসট্রিক্ট ফিজিকাল কালচার এসোসিয়েশন আয়োজিত যোগাসন প্রতিযোগিতায় সফল হল দিনহাটা ব্যায়াম বিদ্যালয়ের প্রতিযোগীরা। যোগাসনে মোট পাঁচটি সোনা সহ ১৪ টি পদক পায় দিনহাটা ব্যায়াম বিদ্যালয়ের প্রতিযোগী সৌভিক পাল, পৌলমী পোদ্দার, অনির্বাণ কর্মকার, কৃতি হালদার ও গৌরব সাহা সোনা জয়লাভ করেন।

ভারতীয় ফুটবলের শীর্ষপদে প্রাক্তন গোলকিপার কল্যাণ চৌবে

নিউজ ডেস্ক: অলিম্পিকের পর এবার ডায়মন্ড লীগে প্রথম ভারতীয় হিসেবে সোনা জিতলেন ভারতের নীরজ চোপড়া। ৮৯.৮ মিটার দূরে জ্যাভলিন ছুড়ে ডায়মন্ড লীগের ফাইনালে সোনাজয় করেন। উল্লেখ্য এর আগে টোকিও অলিম্পিকে তিনি সোনা জয় করেন এবং বর্তমান বছরে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপেও রূপো জয় করেন। সব মিলিয়ে ভারতের সোনার ছেলের জয়যাত্রা ছুটেই চলছে।

ভলিবলের উন্নতির জন্য উত্তরবঙ্গের জন্য আলাদা করে নতুন কমিটি রাজ্য সংস্থা গঠন করলো

স্পোর্টস ডেস্ক: রাজ্য ভলিবল সংস্থার তরফে গত ২৮ শে আগস্ট শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গের সাত জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় বসে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ভলিবল সংস্থার কর্তারা। উত্তরবঙ্গের সাত জেলার প্রতিনিধিরা নিজেদের ভলিবল সংক্রান্ত বিভিন্ন ক্ষোভ ও অভিযোগ খোলাখুলি ভাবে তুলে ধরেন রাজ্য সংস্থার কাছে। রাজ্য দলে উত্তরবঙ্গের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি এদিন অনেকে আবার বেশি প্রতিযোগিতা খেলার সুযোগ চাইলেন। সবকিছু শুনে রাজ্য ভলিবল সংস্থার সচিব রথীন রায় চৌধুরী উত্তরবঙ্গের জন্য নতুন কোঅর্ডিশন কমিটি গড়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর কমিটির প্রথম সভা হবে রায়গঞ্জে। এবং কমিটিতে উত্তরবঙ্গের সাত জেলার থেকে একজন করে সদস্য থাকবেন। সেসাথে আরও সাতজন থাকবেন রিজার্ভে। নতুন এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী কে। উত্তরবঙ্গ ভলিবল বাস্কেটবল সংস্থার সচিব অনুপ ঘোষকে নতুন কমিটির আহ্বায়ক এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। কার্শিয়াং, কালিম্পং,মিরিক কে তাদের ছাত্রছায় আনার জন্য এই কমিটি কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। জেলার প্রতিনিধিদের বিভিন্ন অভিযোগ শুনে রথীনবাবু আশ্বাস দেন তারা বিসিসিআইয়ের মত সেরকম স্পনসর পান না। সরকারি সাহায্য পান তুলনায় কম।এরই মাঝে অনূর্ধ্ব ১৪,১৬,১৮ এবং ২১ বিভাগ বাংলার মেয়েরা জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সেইসাথে তিনি বলেন কার্যনির্বাহী কমিটিতে আলোচনা করে যতটা সম্ভব জেলা সংস্থা গুলির পাশে দাঁড়ানোর কথা।

২০২২ মহিলা বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে সিংগেলস চ্যাম্পিয়ন হলেন জাপানের আকানে ইয়ামাগুচি

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96